

# মুখতারান বিবি এবং আমাদের রাহেলা

সেজান মাহমুদ

কেউ যদি প্রশ্ন করে উনবিংশ শতাব্দীর দাসপ্রথা, বিংশ শতাব্দীর টোটালিটারিয়ান রাজনীতির সংকটের মতো একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সংকট কী? উত্তরে নিঃসন্দেহে বলা যায় লিঙ্গ বৈষম্য এবং মানবাধিকার। এই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে ইরাকে, সোমালিয়ায়, চেচনিয়ায়, লঙ্ঘিত হচ্ছে ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে, কখনও বড় আকারে, কখনও ছোট বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে, কিন্তু তার ভয়াবহতা থমকে দিচ্ছে আমাদের সভ্যতার বিবেক।

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে দক্ষিণ-পূর্বে মাত্র বার ঘণ্টার দূরত্বে মীরওয়াল্লা একটি ছোট গ্রাম। দু' হাজার দুই সালের জুন মাসের ঘটনা। এই গ্রামের এক দরিদ্র নিম্ন-বংশীয় (?) ঘরের একটি ছেলেকে যৌন-নিপীড়ন করে কয়েকজন তথাকথিত উচ্চ-বংশীয় লোক। ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সেই তথাকথিত উচ্চবংশীয় লোকেরা শুরু করে এক মধ্যযুগীয় ষড়যন্ত্র। তারা প্রচার করে সেই নিম্ন-বংশীয় ছেলেটি তাদের উচ্চ-বংশীয় এক মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। সুতরাং তার বিচার হবে গ্রাম্য সালিশে। ক্ষমতাস্বত্ব সেই উচ্চ-বংশীয় লোকেরা সালিশী বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে সেই ছেলেটিকে। সেই প্রহসনমূলক বিচারের রায় শুনে সন্তুষ্ট না হয়ে পারা যায় না। সালিশীরা রায় দেয় যেহেতু ছেলেটি তাদের উচ্চ-বংশীয় মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, তার শাস্তি হিসেবে তার বোনকে গণধর্ষণ করবে কয়েকজন উচ্চ-বংশীয় পুরুষ। সেই ছেলেটির বোনের নাম মুখতারান বিবি। কী অদ্ভুত বিচার! কী কুৎসিত বিকৃতি!

সেদিন সেই বিচারসভায় প্রায় তিনশ গ্রামবাসীর সামনে চারজন উচ্চ-বংশীয় পুরুষ একের পর এক ধর্ষণ করে মুখতারান বিবিকে। কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করেনি, প্রতিবাদ জানায়নি, প্রতিরোধ করেনি। মুখতারান বিবির অশ্রু শুধু মিশে গেছে গ্রামের বিবর্ণ ধুলায়, তার হাহাকার করণ আতর্নাদ হয়ে মিশে গেছে ধূসর গোধূলি আর রাতের অন্ধকারে।

সবার ধারণা ছিল মুখতারান বিবি পরদিনই আত্মহত্যা করবে। মুসলমান অধ্যুষিত অশিক্ষিত এই জনগোষ্ঠীর মাঝে গণধর্ষিতার কোনও স্থান নেই। এখানে পাশের গ্রামেই এক গণ-ধর্ষিতা লজ্জায়, অপমানে কীটনাশক বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু মুখতারান বিবি সে পথ বেছে নেন নি। পরদিন থেকেই তিনি প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে মানুষ জানতে পারে এই পাশবিকতার গল্প। পরবর্তিকালে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপে মুখতারান বিবি বিচারের সুযোগ পান। রায় ঘোষিত হয় মুখতারান বিবির পক্ষে। আসামীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আর ক্ষতিপূরণ হিসেবে

মুখতারান বিবিকে দেওয়া হয় আট হাজার তিনশ আমেরিকান ডলারের সমপরিমাণ অর্থ। আসামীরা এখন মৃত্যুদণ্ডদেশ মাথায় নিয়ে অপেক্ষা করছে। অন্যদিকে মুখতারান বিবি টাকা হাতে পেয়ে মুখ বুঁজে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের ব্রতে নিয়োগ করেছেন নিজেকে। তিনি এই টাকায় খুলেছেন একটি স্কুল। যে স্কুলে গ্রামের শিশুদের পাশাপাশি নিজেও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। তার স্বপ্ন একদিন এই শিশুরা শিক্ষা নিয়ে দূর করবে সমাজের এই অন্ধত্ব, অজ্ঞতা ও অবিচার। এখন মুখতারান বিবির প্রহরায় সার্বক্ষণিক পুলিশ নিয়োজিত।

কিন্তু গল্প এখানেই শেষ নয়। যে সীমিত টাকা নিয়ে মুখতারান বিবি যাত্রা শুরু করেছেন তার স্কুলের, স্বাভাবিকভাবে তাতে অচিরেই টান পড়েছে। টাকার জন্য আবেদন জানিয়ে কিছুই পাননি সরকারের তরফ থেকে। অন্যদিকে ক্ষমতাস্বত্ব তথাকথিত উচ্চবংশীয় লোকেরা ওৎ পেতে আছে কখন পুলিশ প্রহরা তুলে নেওয়া হবে। গ্রামবাসী অনেকেরই আশঙ্কা পুলিশ প্রহরা তুলে নিলে হয়তো মুখতারান বিবিকে হত্যা করেই প্রতিশোধ নেবে সন্ত্রাসীরা। এখন প্রশ্ন একটাই, শেষ পর্যন্ত মুখতারান বিবির সংগ্রাম টিকে থাকবে তো? পারবেন তো তার এবং গ্রামের শিশুদের মুক্তির স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে?

দুই

পাকিস্তানের মুখতারান বিবির গল্পের সঙ্গে বাংলাদেশের যে কোনও নির্যাতিত নারীর গল্পের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংকট বোঝার জন্য এখন আর সমাজবিজ্ঞানী বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই। সবে মাত্র গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পথ ধরে আগাতে শুরু করা বাংলাদেশের সমাজ এবং রাজনীতিতে শুরু হয়েছে এক দুঃসহ, মরণমুখী, ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া। সামাজিক ক্ষেত্রে এই অবক্ষয় এতোটাই প্রকট যে এখন ভেবে দেখা অনিবার্য আমরা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় বাস করছি কি না। সমাজে অপরাধ থাকে, থাকে তার প্রতিকার। সেই প্রতিকার আসে রাষ্ট্র নির্ধারিত আইন ও তার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে, না হয় রীতি বহির্ভূত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। এই দুই ব্যবস্থা যখন ভেঙে পড়ে বা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয় তখনই শুরু হয় বীভৎস অপরাধ সংঘটনে রত উৎসব। অপরাধ প্রবণতা মানুষের আদিম বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতা। কিন্তু বাংলাদেশের সংঘটিত অপরাধের ধরন, মাত্রা এবং সংখ্যা দেখে শংকিত না হয়ে পারা যায় না। মানুষ খুন করে একশ-দুই টুকরো করা, খুনের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিকৃতি, অসহায় নারী ও শিশুদের ওপর অমানুষিক, বিকৃত নির্যাতন-এসবই সামাজিক ধ্বংসের আলামত বহন করে। মানুষের আস্থা নেই আইনের প্রতি, তাই নিজ হাতে তুলে নিচ্ছে আইন-ফলে চোর সন্দেহে পিটিয়ে মানুষ হত্যা, ডাকাত সন্দেহে চক্ষু উৎপাদন, পকেটমার সন্দেহে পিটিয়ে হাত খেতলে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে। আইন রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে মরছে অপরাধী বা নিরপরাধ (আমরা জানি না, কারণ কে অপরাধী আর কে নিরপরাধী, তা বিচার করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের)। লোকজন বাহবা দিচ্ছে-যাক কাজ হচ্ছে বটে, একটি সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় এটার পরিণতি কী তা না ভেবেই। যেমন র্যাবের গুলিতে ঢাকার সবুজবাগে সন্ত্রাসী নিহত হওয়ার পাশাপাশি নিহত হয়েছে পাঁচ বছরের শিশু মাইশা। এই মাইশার মৃত্যুর দায়িত্ব নেবে কে? নাকি বস্তিবাসী, গরীবের সন্তান বলে মাইশার জীবনের কোনও মূল্য নেই সরকার বা শাসকশ্রেণীর কাছে? সরকারের দুর্বলতার সুযোগে সৃষ্টি হচ্ছে বাংলা ভাই-এর মতো চরিত্রের। আর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও যখন বাংলা ভাইকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় না তখন সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে, প্রশ্ন জাগে-অপরাধ দমনে তাদের আন্তরিকতা নিয়েও। নাকি সরকারি নীতিনির্ধারকেরা মনে করেন বিরোধীদের দাবি বা

জনদাবির মুখে এ কাজগুলো করলে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে? আমাদের মনে রাখা দরকার যে ভালো কাজ যে কোনও দাবির মুখেই করা হোক না, যিনি করেন কৃতিত্ব তারই।

ক' দিন আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জংগল থেকে ধর্ষিতা, অর্ধমৃত গৃহবধু রাহেলাকে উদ্ধার করেছে সাধারণ মানুষ। তার ক্ষীণ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সর্বশেষ আকুতি-মরি নাই, আমারে বাঁচান। কী অনিবার্য জীবন.তৃষ্ণা, কী অস্ফুট হাহাকার! যদিও শেষ পর্যন্ত রাহেলাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী দু'জনেই নারী। অন্তত এই একটি বিষয়ে আপনারা একমত হয়ে বলুন আজ থেকে বাংলাদেশের মাটিতে কোনও অসহায় নারী নির্যাতনকারীকে রেহাই দেওয়া হবে না। তারপর কান খাড়া করে শুনুন, সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র, সমগ্র দেশ এক অনিবার্য জীবন.তৃষ্ণা নিয়ে জানাচ্ছে শেষ আকুতি, মরি নাই, বাঁচান আমারে!

সেজান মাহমুদ: মুক্ত-মনা সদস্য; সাহিত্যিক, বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী।